দৈনিক জনকণ্ঠ

১৪২

তারিখ NOV. 03 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৩

কিসের পরীক্ষা কিসের শিশু কিসের শিক্ষা

মমতাজউদদীন আহমদ

তাহাদের কী হইবে? তাহাদের ভবিষ্যৎ কী হইবে? তাহারা স্বপ্ন দেখিবে না হতাশার মরুভূমির মধ্যে উত্তপ্ত উচ্ছৃঙ্খল সূর্যতাপের মধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে? শিশুদের কথা বলিতেছি। অবোধ কিশোর কিশোরীদের কথা বলিতেছি। যাহারা প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাহাদের কথা বলিতেছি। যাঁহারা শীত বর্ষা গ্রীষ্ম অস্বীকার করিয়া যানজট ও কোলাহলের অত্যাচার বহু কষ্টে উপেক্ষা করিয়া, ঘামিয়া নাহিয়া প্রত্যেক দিন স্কুলে যায় এবং আসে, যাহাদের জন্য কেহ সোনার সিংহাসন লইয়া বসিয়া নাই, যাহাদের স্বপ্ন দেখিবার কোনো অধিকার কেহ দেয় নাই, তাহাদের প্রত্যেকের কথা বলিতেছি।

নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলিতে বার্ষিক পরীক্ষা হয়। এইবারও হইতেছে। ডিসেম্বরে পরীক্ষা হইবার উপায় নাই। কেননা এইবার ডিসেম্বরের প্রথম দিক হইতে রমজান শুরু হইতেছে। তাই নবেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করিতে হইবে। অতএব দেশব্যাপী বিদ্যালয় পর্যায়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষা নবেম্বরে শেষ করিতেই হইবে। কিন্তু আলামত দেখিয়া মনে হইতেছে, বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইবে না। বাধা পড়িলে কোনো কাজই শেষ হয় না। নদী শুকাইলে যেমন স্রোত থাকে না, সাধনা না থাকিলে যেমন সঙ্গীত হয় না, পরিধানে বস্ত্র না থাকিলে যেমন সম্মান থাকে না, তেমনি কর্মসূচী বানচাল হইলে শিক্ষাও হইবে না।

নবেম্বরের প্রথম তারিখ হইতেই মহাদুর্যোগ, কোলাহল, সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস শুরু হইয়া গিয়াছে। বিরোধী দলগুলি হরতালের মহামেলা বসাইয়া দিয়াছে। পহেলা তারিখেই তাহারা আল্লার নাম লইয়া হরতাল ও কলরব শুরু করিয়াছে। পহেলা তারিখে হরতাল হইয়াছে, সামনে সাত আট তারিখেও হরতাল আছে। সঙ্গে আরো আছে ফাটাফাটি, কাটাকাটি, ভাঙাভাঙি, লাঠালাঠি, বোমাবোমি। মোট কথা নবেম্বর মাসটা শহর বাজার বেশ গরম থাকিবে। তাহারা বোমা মারিবে অথবা মারাইবে আর উহারা অন্যরা ছুটিবে, লুটিবে অথবা রাস্তায় লুটাইবে। ভাঙাভাঙি হইলে আগুন জ্বলিবে আগুন জ্বলিলে প্রাণী ও মানুষ মরিবে। মরিলে জানাজার পর জানাজা হইবে। কান্দন হইবে, রোনা পিটানা হইবে, বিবৃতি হইবে, জঙ্গী মিছিল হইবে এবং হরতালের ফলোআপে তালে তালে মার তাল আরও হরতাল সবই হইবে। বাংলাদেশ এই মাসে বেশ জমজমাট হইচই ও মারদাঙ্গা লইয়া মাতোয়ারা হইয়া থাকিবে।

আর এই মারকাটারি মারদাঙ্গার মধ্যে বাংলার প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শিশু কিশোর কিশোরী বার্ষিক পরীক্ষার অনিশ্চয়তা ও অচল অবস্থার দুঃখযন্ত্রণা ও হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া ঘরে ঘরে দেয়ালে ও বেড়ার ওপর মাথা কুটিয়া মরিবে। তাহাদের কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে, না কপাল ফুলিয়া গোল্লা হইবে, তাহার জন্য মহা মহা মুরুব্বিদের কপালে ও শিরে কোনো ব্যথা হইবে না। নৈতিকতার নামে, ধর্মের নামে, দায়িত্ববোধের নামে এবং সততার নামে কোথাও তাহারা ব্যথা ও বেদনা পান না। কেননা তাহাদের মন জুড়িয়া এমনই হাহাকার ও পরাভবের ক্রোধ, গুমরাইয়া গুমরাইয়া মরিতেছে যে, দেশের প্রায় লক্ষাধিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়া তাহাদের মনে কোনো পীড়ন, ভাবনা ও যাতনা নাই। যাহারা বাংলাদেশ নামক দেশের জন্য দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্তে আটাশ ঘণ্টা গলাবাজি করিতেছেন এবং যে কোনো কারণে, প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের রক্তপাত করিয়া দিবার জন্য মাতম করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার আদৌ কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কি না গবেষণা করিয়া বাহির করিতে হইবে। এইসব মহানায়ক মহানায়িকাদের সন্তানসন্ততিদের কতজনে বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমে পড়ালেখা করে তাহার হিসাব লইলে সব গুমর ফাঁক হইয়া যাইবে। এদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বইপুস্তক লইয়া জাতীয় সংসদের সদস্য সদস্যা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বিরোধী নেতা নেত্রীদের পুত্রকন্যাগণ কি সত্য সত্যই পড়ালেখা করে? আমাদের আশঙ্কা প্রায় প্রত্যেকেরই সন্তানসন্ততি ইংরেজি বা দো আঁশলা জাতের স্কুলে সাজিয়াগুজিয়া প্রত্যেক প্রভাতে হাজির হয়। তাহাদের জন্য আলাদা সিলেবাস, আলাদা বই। তাহারা কুমির শব্দ শিখিবার আগেই ক্রোকোডাইল শেখে, বাবা শিখিবার আগে ফাদার শেখে, মা শিখিবার আগে ম্যামী শেখে। বাংলাদেশের রাজধানী ও বন্দরের নাম জানিবার আগে এই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী সন্তানসন্ততিরা ব্রিটেন আমেরিকার নাম গলার তাবিজ করিয়া জানিয়া লয়। তাহারা চাচা, ফুফু, মামী, খালাকে কেবল আন্টি বলিয়া চেনে আর অতি অভদ্র ও বেয়াদপের মতো আঙ্কল আঙ্কল ডাকিয়া দেশটাকে অর্ধ-উলঙ্গ করিয়া ছাড়ে।

যাহারা নবেম্বর মাসেই করপোরেশনের নির্বাচনের অজুহাতে হরতাল-হরতাল আর হরতালের বহর ডাকিতেছেন, আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিব না। আপনাদের পুত্রকন্যাগণ যাহাকে তাহাকে যখন যেখানে যেমন ইচ্ছা আন্টি আঙ্কল আঙ্কল ডাকুক, তাহারা মুরগির ঝোল খাইবার পরিবর্তে চিকেন বার্গার অথবা হ্যামবার্গার খাক, আমরা কোনো ওজর করিব না। তাহারা জাতীয় সঙ্গীতের দুটি চরণও বলিতে না পারুক এবং পহেলা বৈশাখের সৌন্দর্য ও গৌরব বুঝিতে পারাতে লজ্জিত হোক, আমরা কিছুই বলিব না।

আপনাদের অতি ভাগ্যসেরা পুত্রকন্যাগণ বিদেশে পাড়ি দিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করুক, তাহাতেও আমাদের ঈর্ষান্বিত হইবার সাহস ও খায়েস নাই। আপনাদের জন্যই তো বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের সন্তানরা যুদ্ধ করিয়া জীবনপাত করিয়া, পাকিদের কব্জা হইতে বাংলাকে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা আনিয়াছে। এই যথার্থ বাঙালিদের সন্তানসন্ততি ও নাতিপুতিরাই তো বাংলাদেশ জুড়িয়া অতি ক্ষুদ্র, সামান্য এবং দারিদ্র্যের সীমাহীন লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশ, জাতি, মুক্তিযুদ্ধ, ফুল-ফল মাছের নাম জানিয়া লইতেছে। আর এই জানিয়া লওয়া কতখানি সফল হইল তাহারই বার্ষিক পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

আপনারা মহাসুখে সরকারকে ফেলিবার জন্য হরতাল ডাকিয়াছেন। আপনাদের ডাকের ভয়ে সরকার কাৎ হইবে কি না, আপনারাই জানেন। আরও ডাকুন। হরতাল ডাকিয়া ডাকিয়া, হাঁকিয়া হাঁকিয়া দেশের চৌদ্দহাল করিয়া দেন। কিন্তু আপনাদের এই ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর ডাকের ফলে যে এদেশেরই বাপ, মা, খালু, মামা, চাচী, ফুফু ডাকা শিশু ও কিশোররা পরীক্ষা দিতে পারিতেছে না, তাহাদের জন্য কি আপনাদর চক্ষু জুড়িয়া এতটুকু রহম এবং মস্তক জুড়িয়া এক ফোঁটা মগজ নাই? কাহার সর্বনাশ করিয়া কাহাদের মহাসর্বনাশ করিতেছেন, তাহা কি ভাবিয়াছেন? আপনাদের উদ্দেশ করিয়া আমরা আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, আপনাদের অনেকেরই বালক-বালিকা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে হরতাল নাই, সেখানে বাংলা নাই, সেখানে মলাডেলা মাছের আমদানীও নাই। তাহারা সেখানে নিয়মিত দুধ মাখন, বীফ, চিকেন ও ব্রেড বাটার খাইয়া মোটা তাজা হইয়া কম্পিউটার বিজ্ঞান, আকাশ বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিজ্ঞান শিখিতেছে। শিখিতেছে না টাংকি টুংকি মারিয়া আমাদের এত কষ্টের উপার্জিত অর্থের বংশনাশ করিতেছে. আপনারাই বলিতে পারেন। হাঁ নিশ্চয় পারেন। জানেন আপনারা সবই। কিন্তু ঠিক সময়ে না জানার ভান করিয়া কচ্ছপের মতো মুখ টানিয়া খোলসের মধ্যে বসিয়া থাকেন, সেখানেই আমরা অসহায় হইয়া থাকি।

আপনারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া ফেল করিয়াও পাস করিয়াছেন বলিয়া, বড় বড় সিংহাসন দখল করেন, কেহ আপনাদের স্পর্শ করিতে পারে না। আর দেশের হতভাগ্য সন্তানরা সহি সার্টিফিকেটটি সত্যায়িত করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়া মরে। আপনাদের অফিসার কর্মচারিরা হুট হুট করিয়া, নিজ নিজ সন্তানদের বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া এখানে মোচে তা দিয়া ঘুরিয়া, সেমিনার সিম্পোজিয়ামে পলিসি এস্টেটমেন্ট করে। আপনারা সেইসব শুনিয়া বাহবাও দেন। কিন্তু কোনো দিন নিজেকে এবং আপনাদের কর্মচারিদের কি একবারও প্রশ্ন করিয়াছেন, এত এত অর্থের যোগান কোথা হইতে আসে। তাহারা বা আপনারা এত এত অদৃশ্য অর্থ কোথা হইতে সংগ্রহ করেন?

আপনাদের সব অপরাধেরই মাপ আছে, আপনারা সাজিয়াগুজিয়া রংবাহারি হইয়া যাহা মনে হয়, তাহাই করিয়া আমাদের মতো ছাপোষা রিক্সা টানা, ঘানি ঘোরানো মানুষগুলির যে কী অবস্থা, তাহা কি একবারও ভাবিয়াছেন, হরতাল ডাকিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। এই হরতালে আপনাদের কারো পুত্রকন্যার কোনো ঝামেলা হইবে না। তাহারা ভাগ্যের বরপুত্র কন্যা, তাহাদের বার্ষিক পরীক্ষা ঠিকই হইবে। তাহারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে না পারিলেও দু'হাজার চার হাজার টাকা বেতনের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকই ঢুকিয়া যাইবে।

আর এই দেশের পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিকসংখ্যক অসহায় শিশু, কিশোর কিশোরী বার্ষিক পরীক্ষা কর্মসূচির এক একটার বাতিল যন্ত্রণা লইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিবে। তাহারা কাঁদুক। আপনারা সেই ক্রন্দন পরান ভরিয়া দেখুন। তাহারা নির্বাক হইয়া যাক আপনারা গোস্ত-পরাটা উদর ভর্তি করিয়া খাইতে থাকেন। বদহজম হইলে বিদেশ হইতে দামী দামী হজমী দাওয়াই আনাইয়া টেবিল সাজাইয়া রাখেন। আমরা কিছুই বলিব না। তবে ভাল করিয়া এখন হইতে দেখিয়া রাখিব।

আচ্ছা, আপনারা তো দেশের জন্য জান কোরবান করিবার জন্য হাম্বা হাম্বা করিতেছেন, আপনাদের কাতর আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমরা বেশ অভিভূত হইতেছি। আপনারা কি আজ বা কালের মধ্যে আপনাদের পুত্রকন্যাদের বিদেশ হইতে আনিয়া মানে চিরতরে আনিয়া, আমাদেরই এই বাংলাদেশের সিলেবাস অনুযায়ী পড়াইবার জন্য কসম কাটিতে পারিবেন? আপনি যে অঞ্চলের সাংসদ, আপনার পুত্র ও কন্যাকে কি সেই অঞ্চলে গরিবী প্রাথমিক স্কুলে পড়াইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন? আপনারা হরতাল ডাকিতে পারিবেন, ভাঙাভাঙি, কাটাকাটি, বোমাবোমি আর জ্বালাজ্বালিতে আনন্দ ভোগ করিতে পারিবেন, তাহাতেই আপনাদের ভেতরের জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখ হতাশা, কষ্ট ও বেদনার কিছু উপশম হইবে। কিন্তু আপনাদের সুযোগ্য সন্তানসন্ততিকে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক ও ক্যারিকুলামে অধ্যয়ন করাইতে পারিবেন না।

যাহারা পরিবেন, তাহাদের জন্য আমাদের শতবার শত সালাম ও মোবারকবাদ থাকিল। আর যাহারা পুত্রকন্যাকে দেশ ছাড়িয়া বিদেশী ক্যারিয়াকুলামে আন্টি আঙ্কল শিখাইবার জন্য ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছেন এবং করিবেন, তাহাদের জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ বাসি ফুলের স্তবক রাখিয়া দিলাম। তবে আপনাদের জন্য আমরা চিন্তিত থাকিলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জোরেই এই চিন্তিত হইতেছি। আমাদের ভুল বুঝিবেন না। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি যদি আপনাদের শিরায় শিরায় থাকে, যদি সত্যই দেশের স্বাধীনতার বিশ্বাস আপনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে, তবে শিশু আর কিশোরদের ভবিষ্যৎ লইয়া রঙ্গ, তামাশা করিবেন না। আপনাদের কাল, অস্বচ্ছতা ও ছলনার পরিবেশ দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে। ডাকিবেন আর পঙ্গপালের মতো নির্বোধ মানুষের মিছিল আপনাদের জন্য জীবনদানের জন্য আগাইয়া আসিবে। তাহা এখন দিবাস্বপ্নের মতো অলীক জানিবেন।

ডাক তো কম দিলেন না। কিন্তু কাজ কি কিছু হইল? পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে গোলাপযুদ্ধ হইয়াছিল। লাল গোলাপ আর সাদা গোলাপের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ! কে রাজা হইবে, কাহার পুত্র সিংহাসনে বসিবে লইয়া দুই ফুলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাহাতে অকাতরে মানুষ মরিয়াছে। অত্যাচার অনাচার ও স্বৈরাচারের মহা সর্বনাশে দেশটি একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ তেমন ক্ষমতার লড়াইয়ে যোগদান করে নাই। ইতিহাসের এই দৃষ্টান্ত যদি জানা না থাকে, তবে জানিয়া রাখুন। সত্য ও স্বচ্ছতা ছাড়া জনগণকে কেহ সঙ্গে পাইবেন না। অশান্তি আর অসন্তোষের আগুনে নিজেই তিলে তিলে পুড়িবেন। কোনো ফায়দা হইবে না।

আমাদের সকাতর আবেদন, ন্যায্য কারণে ন্যায্য ফল লাভের জন্য হরতালের ডাক দিন। সে ডাকে বিপুল সাড়া পাইবেন। আর আচমকা আচমকা ডাকাডাকি করিয়া মানুষ কেন, পীপিলিকার সন্ধানও পাইবেন না। আমরা হরতালবিরোধী নহি। কিন্তু অকারণে দেশের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরকে শিক্ষাবঞ্চিত করিয়া হরতাল ডাকাকে অনাবশ্যক ও অন্যায় বলিতেছি। হরতাল করিতেছেন, শতবার করিতে থাকুন। মাঠ ময়দান, স্টেডিয়াম ভাড়া করিয়া মাইক বাজাইয়া হরতাল করেন। কিন্তু শিশু-কিশোরদেরকে শিক্ষাবর্ষ হইতে বিচ্যুত করিবেন না। নিজেদের সন্তানকে বিদেশে নিরাপদে রাখিবেন, আর আমাদের শিশুকে সন্ত্রস্ত করিয়া কলা ও মুলা খাইবেন— তাহা তো হইতে পারে না। আপনাদের বংশধর শিখিবে আর আমাদের শিশু অশিক্ষিত থাকিবে— তেমন নিপীড়ন সহিবার সংযম আর নাই। অনেক সহিয়াছি, অনেক ঠকিয়াছি, অনেক বঞ্চিত হইয়াছি। আর হইব না। শত কথার এক কথা দেশের পঞ্চাশ লক্ষ নিষ্পাপ, নিরীহ, দরিদ্র, বঞ্চিত এবং শিক্ষানুরাগী শিশুকে আর কাহারো স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।